মেহেরপুরে মুক্তিযোদ্ধা এনামুল হকের রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় দাফন সম্পন্ন

রাষ্ট্রীয় মর্যাদার মধ্য দিয়ে মেহেরপুরের বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা এনামুল হকের দাফন সম্পন্ন হয়েছে।

মেহেরপুর শহীদ ড. শামসুজ্জোহা নগর উদ্যানে সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মাসুদুল আলমের নেতৃত্বে এনামুল হকের মরাদেহ কে রাষ্ট্রিয় মর্যাদায় গার্ড অব অনার প্রদান করা হয়।
গার্ড অব অনার প্রদান শেষে শহীদ ড. শামসুজ্জোহা নগর উদ্যানেই তার জানাজা অনুষ্ঠিত হয়।

জানাজা অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মাসুদুল আলম, মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি আব্দুল হালিম, মুক্তিযোদ্ধা ক্যাপ্টেন (অবঃ) আব্দুল মালেক। উপস্থিত ছিলেন সাবেক ডেপুটি জেলা কমান্ডার আলতাফ হোসেন, সাবেক উপজেলা কমান্ডার সিরাজুল ইসলাম, মুক্তিযোদ্ধা সিরজুল ইসলাম, বেলাল হোসেনসহ বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ।

পরে জানাজা শেষে মেহেরপুর শহরের পৌর কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়।

মেহেরপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় বৃদ্ধার মৃত্যু

মেহেরপুরের মদনাডাঙ্গা নামক স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় রোকেয়া খাতুন
(৬৫) নামের এক বৃদ্ধার মৃত্যু হয়েছে।

আজ শুক্রবার সকাল ৬ টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। রোকেয়া খাতুন সদর উপজেলার নতুন মদনাডাঙ্গা গ্রামের মরহুম মেসের আলীর স্ত্রী।

জানাযায়, মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়কে মদনাডাঙ্গা নামক স্থানে চলন্ত পিকআপ (ইন্টারনেট সংযোগ প্রদানের জন্য ব্যবহৃত) এর ধাক্কায় রোকেয়া খাতুনের মৃত্যু হয়।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, সকাল ৬ টার দিকে নিয়মিত ব্যায়ামের উদ্দেশ্যে হাটতে বাড়ি থেকে বের হয় বৃদ্ধ রোকেয়া খাতুন। কিছুক্ষণ পর কুষ্টিয়ার দিক থেকে আসা দ্রুতগামী একটি পিকআপ তাকে ধাক্কা দিয়ে পালিয়ে যায়। ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে লাশ উদ্ধার করে।

স্থানীয়রা আরও জানান, প্রায় দুই যুগ পূর্বে তার স্বামী একই স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণ করেছিলেন। এ ঘটনায় ওই এলাকায় শোক নেমে এসেছে।

ঘটনার পর সেখানে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।

কুষ্টিয়ায় এনআইডি জালিয়াতি মামলায় তিন আসামি রিমান্ডে

কুষ্টিয়ার আলোচিত এনআইডি জালিয়াতির ঘটনায় দায়েরকৃত মামলায় তিনজনকে তিনদিন করে রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত।

বৃহস্পতিবার (১০ সেপ্টেম্বর) দুপুরে মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা কুষ্টিয়া সদর আমলী আদালতের বিজ্ঞ বিচারকের আদালতে রিমান্ড আবেদন করলে আদালত প্রত্যেককে তিনদিন করে রিমান্ড মঞ্জুর করেন।

আসামিরা হলেন- এনআইডি জালিয়াতির অন্যতম হোতা মিন্টু খন্দকার ও তার দুই বোন ছানোয়ারা ও জাহানারা।

মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা কুষ্টিয়া মডেল থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) আকিবুল ইসলাম জানান, রিমান্ড মঞ্জুর হওয়া তিন আসামির প্রত্যেককে পাঁচদিন করে রিমান্ড চেয়ে আবেদন করলে আদালত তিনদিন করে রিমান্ড মঞ্জুর করেন।

এর আগে, মামলার অপর আসামি মহিবুল ও মিলন মেম্বর আদালতে স্বীকারোক্তিমুলক জবানবন্দি দেন।

এদিকে, বুধবার (০৯ সেপ্টেম্বর) দুপুরে গ্রেফতার হওয়া এনআইডি জালিয়াতি চক্রের অন্যতম হোতা সদ্য বিলুপ্ত কুষ্টিয়া শহর যুবলীগের আহŸ◌ায়ক আশরাফুজ্জামান সুজনের রিমান্ড চেয়ে আবেদন করা হয়েছে। আগামী রোববার (১৩ সেপ্টেম্বর) রিমান্ড শুনানি হতে পারে বলে জানান মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা।

গত ৩ সেপ্টেম্বর কুষ্টিয়া এনএসরোড এলাকার এমএম ওয়াদুদ নামে এক ব্যক্তির বিপুল অংকের টাকার সম্পত্তি এনআইডি জালিয়াতি করে হাতিয়ে নেওয়ার বিষয়ে পুলিশ প্রতারক চক্রের ১৮ জনসহ প্রতারক চক্রের অজ্ঞাত বেশ কয়েকজনের বিরুদ্ধে মামলা দায়েরপূর্বক ছয় আসামিকে গ্রেফতার করে পুলিশ।

কুষ্টিয়ায় শিশু ধর্ষণের দায়ে একজনের যাবজ্জীবন

দশ বছর বয়সী এক শিশু ধর্ষণের দায়ে কুষ্টিয়ার খোকসা থানায় করা মামলায় ছানার মাঝি নামে একজনের যাবজ্জীবন কারাদÐ দিয়েছেন আদালত।

বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে কুষ্টিয়ার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক (জেলা ও দায়রা জজ) মুন্সী মো. মশিয়ার রহমান আসামির উপস্থিতিতে এই রায় ঘোষণা করেন।

দÐপ্রাপ্ত ছানার মাঝি কুষ্টিয়ার খোকসা উপজেলার আমবাড়িয়া পূর্বপাড়া এলাকার মৃত আবেদ আলীর ছেলে।

আদালত সূত্রে জানা যায়, ২০১৯ সালের ২০ জুন খোকসার আমবাড়িয়া এলাকায় দশ বছরের এক কন্যা শিশু বাড়ির পাশে ছাগল আনতে যায়। এ সময় প্রতিবেশী ছানার মাঝি তাকে জোর করে পাটক্ষেতে নিয়ে ধর্ষণ করে।

ঘটনার পর দিন শিশুটির বাবা হাবিবুর রহমান বাদী হয়ে খোকসা থানায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ এর ৯ (১) ধারায় মামলা করেন।

মামলাটির তদন্ত শেষে ওই বছরের ৩১ জুলাই আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করে পুলিশ।

কুষ্টিয়া নারী ও শিশু নির্যাতন দমন বিশেষ আদালতের সরকারি কৌঁসুলি আইনজীবী আব্দুল হালিম জানান, মামলার দীর্ঘশুনানি শেষে অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ এর ৯ (১) ধারায় আসামি ছানার মাঝিকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ দিয়েছেন আদালত। সেই সঙ্গে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও এক বছরের বিনাশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দেন আদালত।

দামুড়হুদার দুধপাতিলা বিলে মাছের পোনা অবমুক্তকরণ

চুয়াডাঙ্গা জেলা দামুড়হুদা উপজেলা মৎস্য অধিদপ্তরের বাস্তবায়নে মাছের পোনা অবমুক্তকরণ উদ্বোধন করেন দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলী মুনছুর বাবু ।

বৃহস্পতিবার ১০ সেপ্টেম্বর সকাল ১০ টার সময় দামুড়হুদা উপজেলার দুধপাতিলা বিলে মাছের পোনা অবমুক্তকরন উদ্বোধন করা হয়েছে।

এসময় উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমান, চুয়াডাঙ্গা জেলা মৎস্য অধিদপ্তরের অফিসার মোঃ মোশাররফ হোসেন, দামুড়হুদা উপজেলা মৎস্য অধিদপ্তরের আয়ূব আলী সহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ। এছাড়া আরো ৫ টি বিল সহ মোট ৬ ট বিলে মাছের পোনা অবমুক্তকরণ করা হয়েছে, দামুড়হুদা উপজেলার ডুগডুগি পশুর হাট দুয়া বিল, দলকা- লক্ষীপুর বিল সহ বিভিন্ন স্থানে মাছের পোনা অবমুক্তকরণ করা হয়।

মেহেরপুর জেলা পুলিশে কর্মরত আনসার সদস্যদের প্রত্যাবর্তন শুরু

সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মেহেরপুর জেলা পুলিশে কর্মরত আনসার সদস্যদের প্রত্যাবর্তন শুরু হয়েছে। প্রথম পর্বে নিজ ব্যাটেলিয়ানে ফিরে গেলেন ২৭ জন আনসার সদস্য।

বৃহস্পতিবার দুপুরে মেহেরপুর পুলিশ লাইন প্রাঙ্গণে মেহেরপুর জেলা পুলিশ সুপার এস এম মুরাদ আলি উপস্থিত থেকে ২৭ জন আনসার সদস্যদেরকে ফুলের শুভেচ্ছা দিয়ে বিদায়ী সংবর্ধনা জানিয়েছেন।

এসময় এস এম মুরাদ আলি জানান, উল্লেখ্য মেহেরপুর জেলার বিভিন্ন ক্যাম্পে পুলিশের সাথে ১২৭ জন আনসার ব্যাটালিয়ন এর সদস্য কর্মরত ছিলেন। সরকারি সিদ্ধান্ত মোতাবেক ২৭ জন আনসার সদস্যকে নিজ ব্যাটালিয়ানে ফিরে যেতে হচ্ছে। এবং বাকিদের কেও পর্যায়ক্রমে পাঠানো হবে।

এখন থেকে কেবল পুলিশ বিভাগের সদস্যরাই ক্যাম্পে দায়িত্ব পালন করবেন।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জামিরুল ইসলাম, হাসিবুল আলম, ডিবির ওসি জুলফিকার প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে বেড়েই চলেছে শিশু শ্রমিক

শিশুরা সুন্দর। শিশুরা নিষ্পাপ। প্রতিটি শিশুই ফুলের মতো ফুটবার এবং সুন্দররূপে বিকশিত হবার দাবি নিয়ে পৃথিবীতে আসে। কিন্তু সম্পদের অসম বণ্টন ও সামাজিক অসংগতির শিকার হচ্ছে অনেক শিশু। সেই সাথে করোনার থাবা। যাদের কচি হাত হয়ে ওঠেছে শ্রমের হাতিয়ার।

করোনাকালিন সময়ে দির্ঘদিন স্কুল বন্ধ এবং অঘোষিত লকডাউনের ফলে নি¤œ শ্রেনীর মানুষের আয়ের উৎসও কমে গিয়েছে।

ফলে পারিবারিক চাহিদা ও অভাব অনটন মেটাতে বিভিন্ন কর্মে জড়িয়ে পড়তে বাধ্য হচ্ছে শিশুরা। কম টাকায় শ্রম পাওয়া যায় সেজন্য অনেকেই তাদেরকে কাজে লাগাই।
মেহেরপুর মানব উন্নয়ন কেন্দ্রের জরিপ অনুযায়ি জেলায় শিশু শ্রমের হার ৭ শতাংশ। এদের বেশির ভাগই নি¤œবিত্ত পরিবারের। ওয়েল্ডিং, কারখানা, ব্রিক ফিল্ড, মালিক সমিতি, হোটেল ব্যবসায়ী, রাজ মিস্ত্রি, কাঠ মিস্ত্রি এ ছাড়াও মুদি দোকান, সেলুনের দোকান, মাছের ব্যবসা ইত্যাদি কাজের সাথে জড়িয়ে পড়েছে এই সমস্ত শিশুরা। মেহেরপুর জেলায় এ ধরণের শিশু শ্রমিকের সংখ্যা প্রায় ৫ হাজার ৬শ ৮৫ জন।

এছাড়াও করোনাকলিন সময়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকায় নি¤œবিত্ত পরিবারের শিশুদের মাঝে এক প্রকার হতাসা তৈরি হয়েছে। ফলে পরিবারের সচ্ছলতা ফেরাতে তারাও নেমে পড়ছে অর্থ উপার্জনের পথে। এ ক্ষেত্রে পরিবার থেকেও দেওয়া হচ্ছে উৎসাহ। বর্তমানে অটো, নসিমন, করিমন, বাস, ট্রাক ও মটর গ্যারেজে এই ধরণের শিশু শ্রমিকের সংখ্যা অনেক। আবার অনেক ক্ষেত্রে লেখাপড়ার খরচ দিতে না পেরে এবং সংসারের অসচ্ছলতার শিকার একজন মা-বাবাকে বাধ্য করে তার সন্তানকে শ্রমে নিযুক্ত করতে।

রাধাকান্তপুর গ্রামের মহাসিন আলী ছেলে রাহিদ, ইসলাম ভ্যান চালকের ছেলে সুমন, রাজাপুরের শহিদুল ইসলামের ছেলে সবুজ কাজ করে ভিন্ন ভিন্ন জায়গায়। রাহিদ মটর গ্যারেজে, সুমন কাঠ মিস্ত্রি, সবুজ ওয়েল্ডিং এর দোকানে। বয়সের দিক থেকে ১৪ পেরোইনি কেউই। তাদের ভাষ্য অনুযায়ি স্কুল বন্ধ তাই একটু হাতের কাজ শিখে রাখছি। ভবিষ্যতে কাজে লাগবে। এদরে মধ্যে রাহিদের পিতা মহাসিন আলী জানান, বর্তমানে আমাদেও মত গরিব মানুষের ছেলেদের লেখা পড়া করিয়ে কোন লাভ নেই। অর্থাভাবে মাঝ পথেই বন্ধ হয়ে যাবে তাদের লেখা পড়া। আবার চাকরি নিতেও ঘুষ লাগবে। এজন্য ছোট থাকতেই হাতের কাজ শিখলে ভবিষ্যতে সেটা কাজে লাগিয়ে নিজেই উপার্জন করতে পারবে।

বাংলাদেশ জাতীয় শ্রম আইন ২০০৬ অনুযায়ী ১৪ বছরের কম বয়সী শিশুদের কাজ করানো হলে তা শিশু শ্রমের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হয়। ১২ জুন বিশ্ব শিশু শ্রম শ্রতিরোধ দিবস পালিত হয়। শিশু অধিকার সুরক্ষা ও ঝুঁকিপূর্ণ শিশু শ্রম প্রতিরোধের লক্ষ্যে ইন্টারন্যাশনাল লেবার

অর্গানাইজেশন ২০০২ সালে বিশ্বজুড়ে শিশুদের জন্য এই দিবসটি ঘোষণা করেছিল আন্তর্জাতিক শিশু শ্রমবিরোধী দিবস। কিন্তু তারপরও বর্তমান সামাজিক প্রেক্ষাপটে শিশু শ্রমের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে। এক্ষেত্রে প্রশাসনিক তৎপরতাও তেমন একটা দেখা যায় না।

মেহেরপুর সদর উপজেলা ঝাউবাড়িয়া গ্রামের খাইরুল ইসলামের ছেলে শিশু শ্রমিক পাপ্পু (১৩) জানান, কয়েক মাস আগে আমার আব্বুর প্যারালাইসিস হয়। সংসারে অভাবের কারণে আমার পড়ালেখার চালাতে পারেনা। তাই আমি দোকানে কাজ করে আমার পরিবারকে আর্থিক ভাবে সাহায্য করি।

মেহেরপুর বড় বাজারের বীণা স্টোরের মালিক শহিদুল ইসলাম এ ব্যাপারে জানান, পরিবারে অর্থ যোগানকারী ব্যাক্তির অভাব থাকায় অনেক শিশুকে বেছে নিতে হয় এই ধরনের পদক্ষেপ। আবার ইচ্ছাকৃত ভাবে পড়ালেখা ছেড়ে দেওয় অনেকেই আসে কাজের জন্য। বাংলাদেশে শিশুশ্রম দন্ডনীয় অপরাধ তারপরও তাদের পরিবারের কথা ভেবে মানবিক কারনে তাদের কাজে নিতে হয়।

আরো একজন শিশু শ্রমিক রাশেদ(১৩) জানান, আমার আব্বু আবুল কালাম আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হলেও আমি ওয়েল্ডিয়ের কাজ করি কারণ আমি পড়াাশোনায় খুব একটা ভালো ছিলাম না। স্কুলের পড়া মাথায় ধরে রাখতে পারতাম না। তাই তৃতীয় শ্রেণি থেকে পড়াশোনা ছেড়ে দিয়ে এই শুরু কাজ করি। প্রায় পাঁচ বছর এই কাজের সাথে জড়িত থাকায় আমি একজন দক্ষ কারিগর হয়েছি।

এ বিষয়ে মানব উন্নয়ন কেন্দ্র(মউক) এর নির্বাহী পরিচালক আসাদুজ্জামান সেলিম বলেন, বর্তমানে মেহেরপুরেও শিশু শ্রমিকের সংখ্যা বাড়ছে। বর্তমানে শিশু শ্রমের হার ৭ শতাংশ। মানব উন্নয়ন কেন্দ্র(মউক) এর উদ্যোগে ইতিমধ্যে বেশ কিছু শিশুকে পুর্নবাসন করেছি। সেই সাথে যে সমস্ত শিশুরা এখনো শ্রমের সাথে জড়িত তাদেরও পুর্নবাসনের ব্যাপরে আমরা বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহন করেছি।

মেহেরপুর শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা গোলাম সিদ্দিক বলেন, শিশু শ্রমের বিষয়ে করোনার আগে আমরা একবার মিটিং করেছিলাম। আমি শিশু শ্রম নিরসন কমিটির সদস্য হিসেবে আছি। এটা মূলত কুষ্টিয়া আঞ্চলিক অফিস থেকে দেখাশোনা করেন। তারপরও মেহেরপুরের বিষয়টি নিয়ে সামনের মিটিংএ আলোচনা করবো।

কুষ্টিয়া আঞ্চলিক কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর এর

উপ মহাপরিচালক হসিবুজ্জামান বলেন, শিশু শ্রম নিরসন বা পুনর্বাসনের জন্য ইতিমধ্যে সরকার কাজ করছে। এক্ষেত্রে সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প থাকে। আমাদের মেহেরপুরে শিশু শ্রমের একটি তালিকা তৈরি করে তাদেরও সরকারিভাবে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করবো।

কোটচাঁদপুরে বিট পুলিশিং কার্যক্রমের উদ্বোধন

“বিট পুলিশিং বাড়ি বাড়ি, নিরাপদ সমাজ গড়ি” এই শ্লোগান নিয়ে অপরাধ দমন এবং পুলিশী সেবা বাড়ীতে গিয়ে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষে ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর পৌর সভার ১,২,৩ নম্বর বিটের বিট পুলিশিং কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার বেলা ১২ টার দিকে কোটচাঁদপুর মডেল থানার আয়োজনে স্থানীয় পৌর শহরের আদর্শ পাড়ার সনি আবাসিক হোটেল চত্তরে কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন জেলা পুলিশ সুপার মোঃ হাসানুজ্জামান পিপিএম। এসময় তিনি বলেন, পুলিশ জনগণের বন্ধু। জনগণের জান মালের নিরাপত্তায় পুলিশ সর্বদা কাজ করে যাচ্ছে। পুলিশি সেবা জনসাধারণের বাড়ীতে বাড়ীতে পৌছে দিতে বিট পুলিশিং কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

কোটচাঁদপুর মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ মাহবুবুল আলমের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে ছিলেন, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (কোটচাঁদপুর সার্কেল) মোহাইমিনুল ইসলাম, উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান শরিফুন্নেছা মিকি, উপজেলা আ.লীগের সাধারণ সম্পাদক শাহাজান আলী, মডেল থানার ওসি (তদন্ত) ইন্সপেক্টর ইমরান আলম,

পৌর ফাঁড়ি ইনচার্জ ইন্সপেক্টর আক্তারুজ্জামান লিটন, উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান রিয়াজ হোসেন ফারুক, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান সাদিয়া আক্তার পিংকি, পৌর আ.লীগের আহ্বায়ক ফারজেল হোসেন মন্ডল, যুগ্ন-আহ্বায়ক শহীদুজ্জামান সেলিম, ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান সহ, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংবাদিক ও নানা শ্রেণী পেশার মানুষ।

গাংনীতে নিজ উদ্যোগে রাস্তা মেরামতে স্কুল শিক্ষক

মেহেরপুরের গাংনীর রাইপুর ইউনিয়নের বেশ কয়েকটি সড়কের ইট, পাথর ও পীচ উঠে যাওয়ায় যান চলাচলের অনুপযোগী। কোন কোন রাস্তার মাঝে খানাখন্দ। স্থানীয় বাসিন্দাদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে চলাচল করতে হয় প্রতিনিয়ত। বড় ধরনের দুর্ঘটনার আশংকা থাকলেও কর্তৃপক্ষের টনক নড়েনি। চেয়ারম্যান ও জনপ্রতিনিধিরা যখন উদাসীন ঠিক সেই মুহুর্তে নিজ উদ্যোগে সড়ক মেরামতের কাজ হাতে নিয়েছেন শিক্ষক হাফিজুর রহমান মোকলেছ। তিনি মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার রাইপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক। নিজ ইউনিয়নের প্রধান সড়কসহ চারটি সড়কে প্রায় আড়াই কিলোমিটার সড়ক সংস্কার করে এলাকার মানুষের প্রশংসায় ভাসছেন তিনি।

স্থানীয়রা জানান, গাংনী-হাটবোয়ালিয়া সড়কের রাইপুর মাঠের মধ্যে হঠাত গর্তের সৃষ্টি হওয়ায় বেশ কয়েকটি দুর্ঘটনা ঘটে। তাছাড়া রাইপুর ইউনিয়নের বেশ কয়েকটি গ্রামের সড়কের দুপাশ ভেঙ্গে ও গর্তের সৃষ্টি হওয়ায় জনসাধারণের চলাচলের বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। স্থানীয় চেয়ারম্যান মেম্বরদের জানানোর পরও কোন উদ্যোগ নেয়া হয়নি সংস্কারের। জনদুর্ভোগের কথা ভেবে তিনি নিজ উদ্যোগেই সংস্কার কাজে হাত দেন। শিক্ষকতার পাশাপাশি তিনি জনসেবার যে উদ্যোগ নিয়েছেন তাতে প্রশংসা করেছেন এলঅকাবাসি।

রাইপুর ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি মঙ্গল জানান, স্থানীয় চেয়ারম্যান মেম্বরদেরকে রাস্তা সংস্কারের বিষয়ে জানানো হলেও কেউ কোন উদ্যোগ নেন নি। শেষ পর্যন্ত ব্যক্তি উদ্যোগে যে সংস্কার কাজে হাত দিয়েছেন তাতে সাধুবাদ জানাই। কৃষক আতিয়ার জানান, দীর্ঘদিন যাবত এলাকার জনগন দুর্ভোগে থাকলেও জনপ্রতিনিধিরা কোন উদ্যোগ নেয়নি রাস্তাটি সংস্কার করার। বিশেষ করে চাষিরা মাঠের ফসল ঘরে তুলতে পারে না। মকলেছ মাস্টার রাস্তা সংস্কার করায় সকলেই বেশ উপকার পাচ্ছেন এবং পাবেন। একই কথা জানালেন কৃষক আব্দুল মোতালেব।

হাফিজুর রহমান মোকলেছ জানান, বেশ কিছুদিন যাবত শিক্ষক শিক্ষার্থী ও এলাকাবাসি রাস্তায় চলাচলে ও মাঠের ফসল ঘরে তুলতে কষ্ট পাচ্ছেন। জনপ্রতিনিধিরা কেউ এগিয়ে না আসায় এ উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। যা খরচ হবে তা নিজেই বহন করবেন।

গাংনী উপজেলা প্রকৌশলী গোলাপ আলী শেখ জানান, একজন শিক্ষক হয়ে উনি যে পদক্ষেপ নিয়েছেন সেটি নিঃসন্দেহে মহতি উদ্যোগ। সকলেরই এমন উদ্যোগ গ্রহন করা উচিৎ।

জনতার হাতে ধরা পড়লো সাইকেল চোর

মেহেরপুর নতুন পাড়া মোড়ে সাইকেল চুরি করার সময় সাইকেল সহ ধরা পড়ল সাইকেল চোর।

আজ বৃহস্পতিবার দুপুর ২ টার দিকে মেহেরপুর নতুন পাড়া মোড়ে আলেয়া স্টোরের সামনে থেকে সাইকেল চুরি করার সময় হাতে নাতে ধরা পড়ে সাইকেল চোর সেলিম (২৪)।

সেলিম কুষ্টিয়া দৌলতপুর থানার ৭ নম্বর ওয়ার্ড খলিসাকুন্ডি গ্রামের ছমীর আলীর ছেলে।

সাইকেলর মালিক সাইদুল জানান, সাইকেলের তালা ভাঙ্গছিলো এমন অবস্থায় সিসি ক্যামেরায় দেখে তাকে হাতেনাতে ধরা হয়।

এসময় সেলিমকে ধরে পুলিশে সোপর্দ করে স্থানীয় জনগণ।

মেহেরপুর সদর থানার এস আই ইকবাল জানান, সাইকেল চোর ধরার খবর পেয়ে আমরা সেখানে গিয়ে সেলিমকে থানায় নিয়ে আসি। বর্তমানে সেলিম থানা কাস্টডিতে আছে।